১৫৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 APR 1996
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

দুইটি মিছিল ও শিক্ষার পরিবেশ

দুইটি মিছিলের খবর দিয়াছে আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা এবং চট্টগ্রাম অফিস। দুইটি খবরই প্রকাশিত হইয়াছে দৈনিক ইত্তেফাকের গত বৃহস্পতিবারের সংখ্যার প্রথম পাতায়। সংবাদ দুইটি দুঃখজনকভাবে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার করুণ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে। চট্টগ্রাম অফিসের পাঠানো সংবাদ হইতে জানা যায় যে, গত বুধবার ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর বোর্ডের পাঠ্য বই-এর দাবীতে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা খালি ব্যাগ লইয়া বন্দর নগরীতে এক ব্যতিক্রমী মিছিল বাহির করে। মিছিলশেষে এক সমাবেশে ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠ্যবই সরবরাহের দাবী জানাইয়া ঘোষণা করে যে, অন্যথায় ছাত্রসমাজ বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণে বাধ্য হইবে। অন্যদিকে দ্বিতীয় সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন গ্রীষ্মকালীন অবকাশ (ছুটি) বাতিল করিয়া উক্ত সময়ে নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার দাবীতে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা গত বুধবার ক্যাম্পাসে মিছিল বাহির করে। মিছিলশেষে ৩ হাজার ৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র উপাচার্যের নিকট পেশ করা হয়। আবেদনপত্রে বিগত কয়েক বছর অনির্ধারিত বন্ধ, ক্যাম্পাসের অস্থিতিশীল পরিবেশ ও জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের ভয়াবহ চিত্র তুলিয়া ধরিয়া আগামী ২০ এপ্রিল হইতে ৬ জুন পর্যন্ত নির্ধারিত ছুটি বাতিলের আবেদন জানানো হয়। আবেদনপত্র পেশের পর এক সমাবেশে ছাত্র-ছাত্রীরা বলেন যে, তাঁহাদের উক্ত আবেদন কর্তৃপক্ষ না মানিলে তাঁহারা আন্দোলন শুরু করিবেন।

উক্ত দুইটি সংবাদ হইতে একটি সত্য দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হইয়া যায় যে, দেশের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা নির্বিঘ্নে পড়াশুনা করিতে চায় এবং যথাসময়ে পড়াশুনা শেষ করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে চায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমরা তাহাদের জন্য তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিতেছি না। শিক্ষা বছরের ৩ মাস ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হইয়াছে অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যবই নাই। বই-এর জন্য তাদেরকে এখন আন্দোলন করিতে হইতেছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সেশন জ্যামের অক্টোপাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 'সেশন জ্যাম' ব্যাখ্যা করার কিছু নাই। ৪ বছরের কোর্স ৮ বছরে শেষ হওয়ার বাস্তবতা এখন সম্ভবত শিশুরাও বোঝে। সেশন জ্যামের কারণও সবাই জানেন।

বস্তুতঃ দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে শুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একের পর এক নানান প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যের বই নিয়া ঘাপলাজনিত সমস্যা মোকাবিলা দিয়া তাহার যাত্রা শুরু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের যাঁতাকলে পড়িয়া হতাশাগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমে সেই যাত্রার শেষ। এই যখন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল তখন 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড' এই তত্ত্ব আমরা অন্তরে বিশ্বাস করি কিনা তাহা নিয়া সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। বাজেটে কাগজে-কলমে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ করা আর সারা বছর 'শিক্ষা শিক্ষা' করিয়া 'মাতম' করাই যে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট নহে তাহা উপলব্ধি করার সম্ভবত এটাই উপযুক্ত সময়।